জন্য তোমাদের প্রতি এই সব করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন
তারা তাঁকে জানে না।
২২ "আমি যদি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম, তবে
তাদের দোষ হত না; কিন্তু এখন পাপের জন্য তাদের কোন অজু-
২৩ হাত নেই। যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে।
২৪ যে কাজ আর কেউ কখনও করেনি, সেই কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে
না করতাম তবে তাদের দোষ হত না। কিন্তু এখন তারা আমাকে
২৫ আর পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণাও করেছে। এটা হয়েছে যাতে তাদের
আইন-কানুনে লেখা এই কথা পূর্ণ হয়, 'তারা অকারণে আমাকে
ঘৃণা করেছে?'
২৬ "যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে
পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য
দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হন।
২৭ আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা
আমার সংগে সংগে আছ।

১৬ "আমি তোমাদের এই সব কথা বললাম যেন তোমরা মনে বাধা
২ না পাও। লোকেরা সমাজ-ঘর থেকে তোমাদের বের করে দেবে;
আর এমন সময় আসছে যখন তোমাদের যারা মেরে ফেলবে তারা মনে
৩ করবে যে, তারা ঈশ্বরের সেবাই করছে। তারা এসব করবে কারণ
৪ তারা পিতাকেও জানেনি, আমাকেও জানেনি। আমি তোমাদের এসব
বললাম, যেন সেই সময় আসলে পর তোমাদের মনে পড়ে যে, আমি
তোমাদের এই কথা বলেছিলাম।

"আমি প্রথম থেকে এই সব কথা তোমাদের বলিনি, কারণ আমি
৫ তোমাদের সংগে সংগেই ছিলাম। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি
এখন তাঁর কাছে যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাও
৬ করছে না, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' আমি তোমাদের এই সব
৭ বলেছি বলে বরং তোমাদের মন দুঃখে পূর্ণ হয়েছে। তবুও আমি
তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল,
কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না।
কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

৮ তিনি এসে জগৎকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে, এবং
৯ ঈশ্বরের বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন। তিনি পাপের সম্বন্ধে
চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপরে বিশ্বাস করে না;
১০ নির্দোষিতার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি
১১ ও তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; বিচারের সম্বন্ধে চেতনা
দেবেন, কারণ জগতের কর্তার বিচার হয়ে গেছে।
১২ "তোমাদের কাছে আরও অনেক কথা আমার বলবার আছে, কিন্তু
১৩ এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সেই সত্যের
আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে
নিয়ে যাবেন। তিনি নিজে থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু
শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের
১৪ জানাবেন। সেই সত্যের আত্মা আমারই মহিমা প্রকাশ করবেন,
কারণ তিনি যা আমার কাছ থেকে শুনবেন তা-ই তোমাদের জানাবেন।
১৫ পিতার যা আছে তা সবই আমার। সেই জন্যই আমি বলেছি, যা
তিনি আমার কাছ থেকে শুনবেন তা-ই তোমাদের জানাবেন।
১৬ "কিছু কাল পরে আর তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, আবার
কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে।"

শিষ্যদের সান্ত্বনা দান

১৭ এই কথা শুনে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন বলাবলি করতে
লাগলেন, "ইনি আমাদের এ কি বলছেন, 'কিছু কাল পরে তোমরা
আর আমাকে দেখতে পাবে না, আবার কিছুকাল পরে তোমরা
আমাকে দেখতে পাবে'? আবার তিনি বলছেন, 'আমি পিতার কাছে
১৮ যাচ্ছি।' যে কিছু কালের কথা ইনি বলছেন, তা কি? আমরা বুঝতে
পারছি না তিনি কি বলছেন।"
১৯ শিষ্যেরা যে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন, তা
বুঝতে পেরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি যে বলেছি, 'কিছু কাল
পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, আবার কিছু কাল পরে
তোমরা আমাকে দেখতে পাবে', এই বিষয়েই কি তোমরা নিজেদের
২০ মধ্যে বলাবলি করছ? আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা কাঁদবে
আর দুঃখে ভেংগে পড়বে কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে। তোমরা দুঃখ

পাবে, কিন্তু পরে তোমাদের সেই দুঃখ আর থাকবে না; তার বদলে
২১ তোমরা আনন্দিত হবে। সন্তান হওয়ার সময় স্ত্রীলোক কষ্ট পায়,
কারণ তার সময় এসে পড়েছে। কিন্তু সন্তান হওয়ার পরে জগতে
একটি নতুন মানুষ আসবার আনন্দে তার আর সেই কষ্টের কথা
২২ মনে থাকে না। সেই ভাবে তোমরাও এখন দুঃখ–কষ্ট পাচ্ছ ; কিন্তু
আবার তোমাদের সংগে আমার দেখা হবে, আর তখন তোমাদের মন
আনন্দে ভরে উঠবে এবং সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে
২৩ কেড়ে নেবে না। সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা
করবে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা আমার নামে
২৪ পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। এখনও
পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই চাও নি। চাও, তোমরা পাবে,
যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

২৫ "এই সব শিক্ষার কথা আমি তোমাদের কাছে উদাহরণের মধ্যে
দিয়েই বললাম। তবে এমন সময় আসছে যখন আমি আর উদাহরণের
মধ্য দিয়ে তোমদের কাছে কথা বলব না, কিন্তু খোলাখুলিভাবেই
২৬ পিতার বিষয়ে বলব। সেই দিনে তোমরা নিজেরাই আমার নামে
চাইবে, আর আমি বলছি না যে, আমিই তোমাদের পক্ষ হয়ে পিতার
২৭ কাছে অনুরোধ করব। পিতা নিজেই তো তোমাদের ভালবাসেন,
কারণ তোমরা আমাকে ভালবেসেছ ও বিশ্বাস করেছ যে, আমি পিতা
২৮ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। সত্যিই আমি পিতার কাছ থেকে এই
জগতে এসেছি, আবার অমি এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছেই যাচ্ছি।"

২৯ তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন,"দেখুন, এখন তো আপনি
খোলাখুলিভাবেই কথা বলছেন, উদাহরণের মধ্য দিয়ে বলছেন না।
৩০ এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনার অজানা কিছুই নেই, আর
কেউ যে আপনাকে কোন কিছু জিজ্ঞাস করে তার দরকারও আপনার
নেই। এই জন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ
থেকে এসেছেন।"

৩১ যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,"এখন কি তাহলে বিশ্বাস হচ্ছে?
৩২ দেখ, সেই সময় আসছে, এমন কি এসেই গেছে, যখন তোমরা
দলছাড়া হয়ে আমাকে একলা ফেলে যে যার জায়গায় চলে যাবে। তবুও
৩৩ আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সংগে সংগে আছেন। আমি

তোমাদের এই সব বললাম যেন তোমরা আমার সংগে যুক্ত আছ বলে মনে শান্তি পাও। এই জগতে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু সাহস হারায়ো না ; আমিই জগৎকে জয় করেছি।"

শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা

১৭ এই সব কথা বলবার পরে যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, সময় এসেছে। তোমার পুত্রের মহিমা প্রকাশ কর যেন পুত্রও
২ তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারেন। তুমি তাঁকে সমস্ত মানুষের উপরে অধিকার দিয়েছ, যেন যাদের তুমি তাঁর হাতে দিয়েছ তাদের
৩ সবাইকে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন। তোমাকে, অর্থাৎ এক-মাত্র সত্য ঈশ্বরকে, আর তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে
৪ গভীরভাবে জানতে পারাই অনন্ত জীবন। তুমি যে কাজ আমাকে করতে দিয়েছ, তা শেষ করে এই জগতে আমি তোমার মহিমা প্রকাশ
৫ করেছি। পিতা, জগৎ সৃষ্ট হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল, তোমার সংগে সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।

৬ "জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, আর তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার কথার বাধ্য হয়ে চলেছে।
৭ তারা এখন বুঝতে পেরেছে, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ তা
৮ তোমারই কাছ থেকে এসেছে। এর কারণ এই, তুমি যা যা আমাকে বলতে বলেছ তা আমি তাদের বলেছি। তারা তা গ্রহণ করে জানতে পেরেছে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি, আর বিশ্বাসও করেছে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।

৯ "আমি জগতের জন্য অনুরোধ করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমার হাতে দিয়েছ তাদের জন্যই অনুরোধ করছি, কারণ তারা তো
১০ তোমারই। যা কিছু আমার তা সবই তোমার, আর যা কিছু তোমার তা সবাই আমার। তাদের মধ্যে দিয়ে আমার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।
১১ আমি আর এ জগতে নেই, কিন্তু তারা তো এই জগতে আছে; আর আমি তোমার কাছে আসছি। পবিত্র পিতা, তুমি আমাকে তোমার যে নাম দিয়েছ সেই নামের গুণে এদের রক্ষা কর, যেন আমরা যেমন
১২ এক, এরাও তেমনি এক হতে পারে। আমি যতদিন তাদের সংগে